রূপান্তরের পথে পাবিপ্রবি

অনলাইন ডেস্ক

জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ড. এসএম আব্দুল-আওয়াল ২০২৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। সে হিসেবে এ বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর তার উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের একবছর পূর্ণ হয়েছে।

এই এক বছরের যাত্রায় প্রশাসনিক দায়িত্বের পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়ন, গবেষণার বিস্তার, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ প্রতিটি স্তরেই কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি যে স্বচ্ছতা, আন্তরিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন, সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন স্বপ্ন ও আস্থার সঞ্চার করেছে।

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৮ সালের ৫ জুন ৩০ একর জায়গার উপর পাবনা শহর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার পূর্বে ঢাকা-পাবনা মহাসড়কের পাশে রাজাপুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৫টি অনুষদের অধীনে ২১টি বিভাগে প্রায় ৬ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন।

গত বছর যোগদানের সময় উপাচার্য ড. আব্দুল-আওয়াল বলেছিলেন, আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানমুখী করে গড়ে তোলা এবং সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে কাজ করব।

তিনি যোগদানের পর এ বছর ‘ইন্সটিটিউট অব ইনোভেশন অ্যান্ড অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট’, ‘রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি ট্রান্সফার সেল’ এবং ‘সেল ফর ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন’ নামে একসঙ্গে একটি ইন্সটিটিউট ও দুটি সেল গঠন করেন। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষ করে তুলতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আবাসিক হলগুলোতে বিগত সময়ে নানাবিধ সমস্যা ছিল। বর্তমানে হলগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং সীমিত সম্পদের মধ্যে বেশকিছু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য হলে ফ্রিজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের আবাসন সংকট সমাধানের জন্য এক হাজার আসনবিশিষ্ট একটি হল চালু করা হয়েছে এবং ছাত্রীদের জন্যও এক হাজার আসনবিশিষ্ট একটি হল চালু হওয়া প্রক্রিয়াধীন। শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুম সংকট সমাধানের জন্য ২টি ১২ তলাবিশিষ্ট একাডেমিক ভবন চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও বেশকিছু ভবন চালু হয়েছে এবং কিছু ভবন চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছে। ভবনগুলো করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রকল্পের অধীনে এবং কয়েক বছর পূর্বে থেকে এসবের কাজ চলমান ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও মেডিক্যাল সেন্টারের সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকত, এখন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। মেডিক্যাল সেন্টার আগে খোলা থাকত সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত, এখন চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়। এ ছাড়াও ফোনে ২৪ ঘণ্টাই সেবা নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া স্পেনের শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিমাগো ইনস্টিটিউশন কর্তৃক ২০২৫ সালে প্রকাশিত সিমাগো র‍্যাঙ্কিংয়ে পাবিপ্রবি দেশের সরকারি ও বেসরকারি ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১২তম স্থান অর্জন করেছে। এবার বিশ্বসেরা ২% গবেষকের তালিকায় এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। গত বছর ১ জন শিক্ষক এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য পুরো ক্যাম্পাসে পরিকল্পিতভাবে এ বছর ৭০'র অধিক প্রজাতির দুর্লভ ঔষধি, বনজ, ফল ও ফুলের এক হাজারের অধিক গাছ লাগানো হয়েছে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আপগ্রেডেশন ও নিয়োগ কমিটিগুলো নতুনভাবে গঠন করা হয়েছে; ফলে আপগ্রেডেশন ও নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের গবেষণায় আরো বেশি উৎসাহ প্রদানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের প্রতি গবেষণা প্রকল্পের জন্য দুটি ক্যাটাগরিতে ৩ লাখ ও ৫ লাখ টাকা প্রদান করা হবে। নীতিমালা অনুযায়ী স্নাতক পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ৪ হাজার, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ৫ হাজার এবং পিএইচডি অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে গবেষণা সহকারী (রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট) হিসেবে ১০ হাজার টাকা করে প্রদান করা হবে।

উপাচার্য ড. আওয়ালের সদিচ্ছার কারণে সর্বত্র ইতিবাচক পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। তিনি সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা দিয়ে কাজ করছেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সবার মধ্যে এক চমৎকার ভাবমূর্তি তৈরি হচ্ছে।

লেখক : মো. বাবুল হোসেন, সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ), পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।